রাজধানীতে করোনায় আক্রান্ত ৫ হাজার ছাড়িয়েছে, মৃত্যু একশ’ ছুঁই ছুঁই

কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত ও প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত দুদিনে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

মঙ্গলবার দেশে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মোট ১৮৩ জনের মৃত্যু হলো।

এছাড়া গতকাল পর্যন্ত নতুন করে আরও ৭৮৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট ১০ হাজার ৯২৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

এদের মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৫ হাজার ২২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, যা মোট আক্রান্তের ৫৮ দশমিক ৫৫ ভাগ। এ ছাড়া ঢাকায় এ পর্যন্ত ৯৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বুধবার জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন রাজারবাগে, ১৯৬ জন। কাকরাইলে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬২, যাত্রাবাড়ীতে ১৪৩, মোহাম্মদপুরে ১০৪, মুগদায় ১২১, মহাখালীতে ১১১, লালবাগে ৮৯, তেজগাঁওয়ে ৭৯, মালিবাগে ৭৮, উত্তরায় ৭০, বাবুবাজারে ৬৬, বংশালে ৬৩, গেণ্ডারিয়াতে ৫৬, মগবাজারে ৫৫, বাড্ডায় ৪৬, ধানমণ্ডিতে ৪৬ জন, বাসাবোতে ৪৩ এবং চকবাজারে ৪৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী শনাক্ত করা হয়। ১৮ করোনায় প্রথম মৃত্যু হয় দেশে। এরপর গত ১৪ এপ্রিল ৩৮তম দিনে করোনা রোগীর সংখ্যা এক হাজারে দাঁড়ায়।

এরপর গত সোমবার ৫৮তম দিনে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ১৪৩ জনে দাঁড়ায়। বর্তমানে ৫৯ তম দিনে দেশে ১০ হাজার ৯২৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

যুগান্তর ডেস্ক

পৌরসভার উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জীবাণুনাশক স্প্রে

পৌরসভার উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালের দিকে মেহেরপুর পৌরসভা চত্বর থেকে জীবাণুনাশক স্প্রে করণ শুরু করা হয়।

পরে পৌরসভার কর্মীরা মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে জীবাণুনাশক স্প্রে করে।

এর আগে পৌর মেয়র সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, “করোনাভাইরাস কে কেউ অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবেন না। অযথা কেউ বাড়ির বাইরে বের হবেন না।”

মেহেরপুরে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক জীবাণুনাশক স্প্রে

মেহেরপুরে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দূর করতে এবং মানুষকে সুস্থ্য রাখার লক্ষ্যে এই স্প্রে প্রদান করে তারা।

গতকাল সোমবার সকালের দিকে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন জায়গাতে এই স্প্রে প্রদান করেছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে স্প্রে করা হয়।

পেট ব্যথা-ডায়রিয়াও হতে পারে করোনার অন্যতম উপসর্গ

শুধু জ্বর, শুকনো কাশি আর শ্বাসকষ্টই করোনাভাইরাসের উপসর্গ নয়। পেট ব্যথা ও ডায়রিয়াও হতে পারে করোনার অন্যতম উপসর্গ।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের আশেপাশের হাসপাতালগুলোতে অনেক কোভিড-১৯ রোগীর মধ্যে একটি নতুন লক্ষণ উপস্থিত হতে শুরু করেছে। সেটা হলো পেটের ব্যথা।

তাই পেটের ব্যথা কোভিড -১৯ এর লক্ষণ হতে পারে এবং যদি তারা তাদের পেটে এই লক্ষণটি অনুভব করতে শুরু করে তবে একটি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

ওয়ার্কেস্টারের জনস্বাস্থ্যের পরিচালক মাইকেল হিরশ বলেন, নগরীর হাসপাতালগুলো এখন মারাত্মক ভাইরাসের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষামূলক রোগীদেরও কেবল পেটের ব্যথার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

আমেরিকান জার্নাল অব গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিতে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, লোকজন হজমজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে যা সংক্রমণের ইঙ্গিত দিতে পারে এবং এর মধ্যে ডায়রিয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

যুক্তরাজ্যের লেখক ও ইতিহাসবিদ ডা. ফার্ন রিডেল কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মাসখানেক শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। প্রথম দিকে তার ছিল কেবল লুজ মোশন, গা বমি আর পেটব্যথা।

উহানের ইউনিয়ন হাসপাতাল ও টাঙ্গি মেডিকেল কলেজের বিজ্ঞানীর

জানিয়েছেন, অনেক সময়ই করোনা সংক্রমণের রেশ এসে পড়ে পেটে।

নিউইয়র্কের লেনক্স হিল হাসপাতালের এমার্জেন্সি মেডিসিনের চিকিৎসক রবার্ট গ্ল্যাটার জানিয়েছেন, অনেকের ক্ষেত্রে পেটের গোলমাল দিয়ে রোগের সূত্রপাত হলেও পরে একে একে আসে অন্য উপসর্গ। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য এটাই থেকে যায় মূল উপসর্গ হিসেবে। সূত্র-যুগান্তর

এখন পর্যন্ত কোন জেলায় কতজন করোনায় আক্রান্ত?

আইইডিসিআরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত রাজধানী ঢাকা’সহ দেশের মোট ৬৩ জেলায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। ঢাকার পরই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৬৬ জন আক্রান্ত নারায়ণগঞ্জে। রাজধানীর পাশের আরেক জেলা গাজীপুরে আক্রান্ত ৩২২।

এছাড়া কিশোরগঞ্জে ২০১ ও নরসিংদীতে ১৫১। বন্দর নগরী চট্টগ্রামে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ৭৫ জন। কুমিল্লায় ৯৯ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪৩ জন।

এদিকে, পুরো চট্টগ্রাম বিভাগে এ সংখ্যা ৩৩৪। ময়মনসিংহ বিভাগে মোট আক্রান্ত ২৬৯; এর মধ্যে ময়মনসিংহ জেলাতেই ১৪৫ ও জামালপুরে ৬৬ জন।
যশোর জেলায় করোনায় আক্রান্ত ৬৩ জন, আর খুলনা বিভাগে এখন আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৭। রংপুর বিভাগে আক্রান্তের সংখ্যা মোট
১৩১। বিভাগটিতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ৩৮ জন রংপুরে।

দক্ষিণের বিভাগ বরিশালে আক্রান্ত ১২৩, এরমধ্যে বরিশালেই ৪০ ও বরগুনাতে ৩৩ জন। সিলেট বিভাগে আক্রান্ত ১১৪, এর মধ্যে হবিগঞ্জে আক্রান্ত ৫৫ জন। রাজশাহী বিভাগে এখন পর্যন্ত ১১১ জনের শরীরে শনাক্ত হয়েছে করোনা।

দেশে ২৪ ঘন্টায় নতুন ৫৭১ জন সহ মোট আক্রান্ত ৮২৩৮

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫৭১ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৮,২৩৮।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫,৫৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য অনলাইন বুলেটিনে আহবান জানানো হয়।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, রমজানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৫৬৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৭,৬৬৭ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৫ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৬৮। আর একই সময়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬০ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

গাংনী হাসপাতালে ৫০০ হ্যান্ডগ্লাভস উপহার দিলো ‘পরিবর্তনের মেহেরপুর’

যখন করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে আতঙ্কিত বিশ্ববাসী তখন সেবাপ্রদান কারীরা আতঙ্কের ভয় কাটিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যাবস্থা না থাকা সত্বেও মানুষকে সেবা দিয়েই চলেছেন। চিকিৎসকদের এমন সংকটময় সময়ে পাশে দাড়ালেন পরিবর্তনের মেহেরপুর নামের একটি সংগঠন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ রিয়াজুল ইসলামের হাতে ৫০০ পিস হ্যান্ডগ্লাভস তুলে দিলেন সংগঠনের সদস্যরা।
পরিবর্তনের মেহেরপুরের মুখপাত্র সাইদুর রহমান জানান, দেশের এই সংকটময় সময়ে চিকৎসকদের সেফটিটা অত্যান্ত জরুরি। সেই সুবাদে আমরা মনে করি তারা সুস্থ থাকলে হাজারো অসুস্থ মানুষকে সুস্থ রাখতে সক্ষম হবেন। তাই সকল ডাক্তার নার্সদের জন্য ৫০০ পিস হ্যান্ডগ্লাভস এর ব্যবস্থা করা হয়। যদিও এগুলো খুব সামান্য তবুও সমাজের সকল মানুষ আমাদের এমন কাজ দেখে অনুপ্রানিত হয়ে যেন তারাও পাশে থাকতে পারেন এই জন্যেই আমাদের এমন উদ্যোগ। সকলের ভিতরে ভালোকাজের অনুপ্রেরনা সৃষ্টিতে পরিবর্তনের মেহেরপুর প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে।
হ্যান্ডগ্লাভস প্রদানের সময় আরএমও ডাঃ সাদিয়া শারমিনসহ সংগঠনের সদস্য তারিকুল ইসলাম, আশিকুল ইসলাম, আবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে অগ্নিকান্ডে আহত

গৃহবধূর মৃত্যু

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট গ্রামে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় আফিয়া খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধূ তিন দিন পর মারা গেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ঢাকা বার্ণ ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৃহবধূ আফিয়া মারা যান।

গৃহবধূ আফিয়া বাওট গ্রামের মধ্য (রাজধানী) পাড়ার আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, আফিয়া গত রোববার (২৬ এপ্রিল) বিকেলের দিকে রান্না ঘরের চুলোতে রুটি তৈরী করছিলেন। রুটি তৈরীর এক পর্যায়ে সে আকস্মিকভাবে চুলোর আগুনে পড়ে যান। এসময় আগুনে তার শরীর মারাত্বকভাবে ঝলসে যায়।

পরে প্রতিবেশীরা এসে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় বামন্দী শহরের একটি ক্লিনিকে নেয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাৎক্ষনিক ভাবে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা বার্ণ ইউনিটে ভর্তি করা হয়। তিন দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বৃহস্পতিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

কর্পাসডাঙ্গায় একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন এক নারী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুরে একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন নারী মারুফা খাতুন নামের এক গৃহবধূ।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৬ টার সময় চুয়াডাঙ্গা উপশম নার্সিং হোম

ক্লিনিকে একসঙ্গে ৪ টি সন্তান নরমাল ডেলিভারিতে প্রসব করেন কুতুবপুর পূর্বপাড়ার মো: শাহাদৎ শেখের মেয়ে মারুফা খাতুন।

জানাগেছে, ২০০৯ সালে পারিবারিক ভাবে মারুফা খাতুনের বিবাহ হয় নাটুদহ ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের মো: আইনাল তরফদারের ছেলে এরশাদ আলীর সাথে।

বিবাহের ২ বছরের মাথায় সংসারে নতুন অতিথি হিসেবে মারুফার কোল জুড়ে আগমন ঘটে এক কন্যা সন্তানের। এরপর সাত বছর পর ২০১৮ সালে একই সাথে অপুষ্টি ৩ (তিন) সন্তান জন্ম দিলে কয়েক দিন পর মারা যায়।

আজ বৃহস্পতিবার আবার মারুফা খাতুনের কোল জুড়ে এসেছে একসঙ্গে ২ পুত্র সন্তান ও ২ কন্যা সন্তান। তাই মারুফার পরিবারে এবং গ্রামবাসীর মধ্যে আনন্দ উৎফুল্ল বিরাজ করছে।

মা ও বাচ্চাদের শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলে নার্সিং হোমে বাচ্চাদের সঙ্গে থাকা মামা মাহবুর রহমান সকলের কাছে দোয়া কামনা করে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ মা ও বাচ্চারা এখন সুস্থ্য আছে। সর্বশেষে মা ও ৪ সন্তানের সুস্থ্যতা কামনায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের আশু হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন কুতুবপুর গ্রামের সচেতন মহল।

মেহেরপুর সদরে প্রথম একজনের করোনা সনাক্ত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় প্রথমবারের মত করোনা সনাক্ত হয়েছে। যে ১৯টি স্যাম্পলের ফলাফল অসমাপ্ত ছিল তার মধ্যে একজনের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে। বাকি ১৮ জনের নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে। ১৮ জনের মধ্যে মুজিবনগর ইউএনও সহ ৬জন রয়েছেন। যাদের নেগেটিভ রেজাল্ট এসেছে।

আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নে। তিনি একজন পুরুষ স্বাস্থ্যকর্র্মী। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ড. নাসির উদ্দীন মেহেরপুর প্রতিনিদিন কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরো জানান, প্রথম দিন যখন সন্দেহতীত পজেটিভ এসেছিল সেদিন থেকেই তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে এবং ওই ব্যক্তি আইসোলেশনে রয়েছেন।

এনিয়ে মেহেরপুর জেলায় তিনজনের শরিরে করোনা পজেটিভ সনাক্ত হলো। এদের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইদ্রিস শাহ নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। জেলায় দুই জন রোগী করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।